

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

153679 - কডিনা রোগীকে ডাক্তার রোযা না রাখার উপদশে দয়িচ্ছেনে

প্রশ্ন

প্রশ্ন:

অতি সম্প্রতি আমা জানতে পরেছে য়ে, আমার কডিনতি পাথর হয়ছে। একজন মুসলমি, তাক্বওয়াবান ডাক্তার (আমার কাছে সটেই মনে হয়ছে) আমাকে রমজানরে রোযা না-রাখার পরামর্শ দয়িচ্ছেনে। ব্যাপারটি স্পষ্ট করার জন্য বলছি, এই পরামর্শ দয়োর কারণ হলো- সারাদনি পানি পান করতে থাকা যাতনে নতুন কোন পাথর তরৌ হওয়া থকে নষিক্তি পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় রমজানরে রোযা না-রাখা কি আমার উপর ওয়াজবি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

যদি বিশ্বসত মুসলমি ডাক্তার একথা জানান য়ে, রোযা পালন আপনার স্বাস্থ্যরে কষতি করবে এবং তিনি আপনাকে রোযা না-রাখার নর্দশে দনে তাহলে আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত অবকাশ (রোখসত) গ্রহণ করা ইসলামী বধিসিম্মত। আল্লাহ তাআলা বলনে :

[فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ] [2 البقرة : 184]

“আর কটে অসুস্থ থাকলে কথিবা সফরে থাকলে, অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।” [সূরা বাক্বারা, ২:১৮৪] ইবনে কাছীর (রাহমিহুল্লাহ) বলনে: “অর্থাৎ একজন অসুস্থ বা মুসাফরি ব্যক্তি অসুস্থতা বা সফররত অবস্থায় রোযা পালন করবে না। কারণ এতে তাদরে কষ্ট হবে। সুতরাং তারা রোযা ভঙ্গ করবে এবং সেই সংখ্যা অন্য দিনগুলোতে রোযা রখে পূরণ করে নবিবে।” সমাপ্ত। তাফসীর ইবনে কাছীর (১/৪৯৮)

আল্লাহ যখনে ছাড় দয়িচ্ছেনে সখনে নজিকে কষ্ট দেওয়া উচতি নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) বলছেন :

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

(1886) . (إِنَّا لِلَّهِ حَبِيبٌ أَنْتَوْتُرُ خَصْمُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْتَوْتُمْ مَعْصِيَتُهُ) رواه أحمد (5832) صحيحها للألباني في "صحيح الجامع" (1886)

“নশিচয় আল্লাহ তাঁর দেওয়া অবকাশ (রোখসত) গ্রহণ করা পছন্দ করেন, যমেনভাবে তাঁর অবাধ্য হয়ে পাপে লিপ্ত হওয়া অপছন্দ করেন।” [হাদিসটি আহমাদ বর্ণনা করছেন (৫৮৩২)। আলবানী সহীহ আল-জামি(১৮৮৬) গ্রন্থে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন]

যদি কারো এমন রোগ হয় যা থেকে আরোগ্য লাভের আশা করা যায় নাসকেষতেরে রোগী রোযা ভুগ করবনে এবং প্রতদিনেরে পরবির্তে একজন মসিকীনকে খাওয়াবনে। আর যদি এমন রোগ হয় যা থেকে সুস্থ হওয়ার আশা করা যায়তবে সুস্থতার পর সেই দিনগুলোর রোযা কাযা পূরণ করে নবিনে।

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রাহমিহুল্লাহ) বলছেন:“আলমেগণ সিয়ামেরে প্রকেষতি রোগকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন :

(১)যসেব রোগ থেকে আরোগ্য লাভের আশা করা যায়। এ ধরনের রোগী রোযা ভুগ করবনে এবং সুস্থতার পরে সে রোযাগুলোর কাযা পূরণ করবনে।

(২)যসেব রোগ থেকে সুস্থতা লাভের আশা করা যায় না। এ ধরনের রোগী প্রতদিনেরে বদলে একজন মসিকীনকে খাওয়াবনে। এ খাওয়ানোটো রোযার স্থলাভিষিক্ত হবে।” সমাপ্ত। [‘ফাতওয়া‘নূরুন‘আলাদ দার্ব’- ইবনে উছাইমীন (৪৮/২১৬)]

গবষণে ও ফতয়ো বযিয়ক স্থায়ী কমটির আলমেগণকে এমন এক মহলা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল রমজান মাস শুরু হওয়ার আগে যার অপারশেন হয়েছিল। তিনি অপারশেনেরে পূর্ববে কখনো রোযা পালন করেনি। তার অপারশেনটি ছিল একটা কডিনি একবোর ফলে দেওয়া এবং দ্বিতীয় কডিনি থেকে পাথর অপসারণ করা। ডাক্তাররা তাকে আজীবন সিয়াম পালন না করার পরামর্শ দিয়েছেন।

তাঁরা উত্তরে বলেন :

‘যদি কাউকে কোন মুসলমিবশিবসত ডাক্তার পরামর্শ দিয়ে যে, সিয়াম পালন করা তার স্বাস্থ্যেরে জন্য কষতকির হবতবে তিনি রোযা রাখবনে না। রমজানেরে প্রতদিনেরে বদলে একজন মসিকীনকে অর্ধকে সা’ (নবী (সাঃ) এর যামানায় পরমাণেরে একক) গম, চাল, খজুর বা এ পরমাণ স্থানীয় কোন খাদ্যদ্রব্য কাফফারা হিসাবে প্রদান করবনে। কিন্তু খাদ্যেরে পরবির্তে অর্থকড়ি দিয়ে কাফফারা দেওয়া জায়বে হবে না।’ সমাপ্ত। [গবষণে ও ফতয়ো বযিয়ক স্থায়ী কমটির ফতয়োসমগ্র (১০/১৮২-১৮৩)]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

শাইখ ইবনে উছাইমীনকে (রাহমিহুল্লাহ) প্রশ্ন করা হয়েছিল:

গত বছর রমজান মবারকরে শুবুর দকি আমার বাম কডিনতি অপারশেন হয়েছিল। আমি সেই রমজানরে রোযা পালন করতে পারিনি। কারণ আমি আধ ঘণ্টার জন্যেও পানি ছাড়া থাকতে পারতাম না। সেই রোযা আমি এখন পর্যন্ত কাযা করতে পারিনি। এখন আমার করণীয় কি?

তিনি উত্তরে বলেন :

“আপনার কোন কিছু করণীয় নাই। কারণ আপনি অপারগ। এ অপারগতা অব্যাহত থাকলেও আপনার কোন কিছু করণীয় নাই। আর ডাক্তাররো তও বলছেন: এই অল্প সময়রে মধ্যেও আপনাকে পানি পান করতে হবে। তাই আপনার উপর সিয়াম পালন ওয়াজবি নয়। কারণ এ অবস্থা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনাই বেশি। সুতরাং আপনাকে প্রতিদিনরে রোযার বদলে একজন মসিকীনকে খাওয়াতে হবে।” সমাপ্ত। [ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দার্ব - ইবনে উছাইমীন (৪০/২১৬)]

এ আলোচনার পরপ্রিক্ষেতি বলা যায়- যদি ডাক্তার আপনাকে এ কথা জানান যে, আপনি ভবিষ্যতে রোযা পালন করতে পারবেন না তাহলে আপনার জন্য রোযা ভুগ করা এবং প্রতিদিনরে বদলে একজন মসিকীন খাওয়ানো শরয়িতসম্মত। আর যদি ভবিষ্যতে সিয়াম পালন করতে পারবেন মরমে জানান, তাহলে আপনি এখন রোযা ভুগ করবেন এবং আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। সুস্থ হওয়ার পর যসেব দিনরে রোযা ভুগ হয়েছে সদিনগুলোর রোযা কাযা করবেন। এ বিষয়আরও জানতে দেখুন : (12488) ও (23296) নং প্রশ্নরে উত্তর।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।